চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ১৮.০২.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

একুশে ফেব্রুয়ারির শ্রদ্ধা নিবেদন এবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে: মেয়র ডা. শাহাদাত

সর্বস্তরের নাগরিকদের নিয়ে এবারের একুশে ফেব্রুয়ারিতে বন্দর নগরীর কে সি দে রোডস্থ নবনির্মিত চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুলেল শ্রদ্ধা জানানোর ঘোষণা দিয়েছেন সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। মঙ্গলবার দুপুরে শহীদ মিনার পরিদর্শনে গিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারির আগেই শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ পরিচ্ছন্ন ও রঙের কাজ শেষ করে প্রস্তুতি সম্পন্নের ঘোষণা দেন মেয়র। এসময় মেয়র বলেন, কে সি দে রোডস্থ নবনির্মিত চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জনসাধারণের প্রবেশ বন্ধ ছিল এবং এতদিন অস্থায়ী শহীদ মিনার হিসেবে মিউনিসিপ্যাল মডেল হাইস্কুলে শহীদ মিনারকে ব্যবহার করা হয়েছে, সেটাও সিটি করপোরেশনের একটা স্কুল।আশা করছি, চট্টগ্রামের মানুষ ২০২৫ সালে এসে

২১ ফেব্রুয়ারি নতুন যে স্থাপনা আগের যে জায়গা সেই ঐতিহ্যবাহী জায়গায় তারা ফুল দেবে এবং এটা উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। সার্বিকভাবে সিটি করপোরেশন যেহেতু আগে থেকেই এটার ব্যবস্থাপনায় ছিল এবারও আমরা করব, আর নিরাপত্তসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পুলিশ আমাদের সার্বিক সহযোগিতা করবেন। আশা করছি, এবার আলাদা একটা আমেজে হবে। কারণ অতি আগ্রহ নিয়ে চট্টগ্রামের মানুষ অপেক্ষায় আছে, শহীদ মিনারটি কীরকম হয়েছে। প্রথমবার তারা এখানে আসবে। এটার প্রতি নগরবাসীর আলাদা একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছে। শহীদ মিনারের ডিজাইন পরিবর্তনের সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে চাইলে মেয়র বলেন, মানুষ তো চায় এখানে আসতে। তাদের যে আগ্রহ আছে সেটাকে আমরা বন্ধ করে রাখব কেন। এটা আমাদের একটা ঐতিহ্য। এই জায়গাতেই সবাই আসতে চায়। আশা করছি এবার তাদের আশা পূর্ণ হবে। আপাততত আমরা এ বছর এখানে শ্রদ্ধা জানাই। এটার যিনি ডিজাইন করেছেন, আর্কিটেক্ট উনি এখন আমেরিকাতে আছেন। এখানে মিনারটা আরো বাড়িয়ে দেওয়ার (উচ্চতা) একটা প্ল্যান আছে। কিন্তু আমরা কাজ শুরু করিনি। উনি যদি আসেন বাড়ানোর কাজ বেশি সময় লাগবে না। সেটার জন্য ডিও লেটার দিয়েছি। আল্টিমেটলি সেটার কাজও হবে।"এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম খানসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা ও খেলাধুলার প্রতি যত্নবান হতে হবে : সিটি মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, সু-নাগরিক হতে হলে লেখাপড়ার কোনো বিকল্প নেই। আর লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা মানুষের মনকে সচেতন করে তোলে। তাই সুস্থভাবে জীবন-যাপন করতে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার

প্রতিও যত্নবান হতে হবে। আয়ুব বিবি সিটি কর্পোরেশন স্কুল ও কলেজ আয়োজিত পিঠা উৎসব, উদ্ভাবনী মেলা, বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সিটি মেয়র পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে বলেন, চট্টগ্রামকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হলে শিক্ষার্থীদের ছোটবেলা থেকেই সচেতন হতে হবে। প্লাস্টিক ও পলিথিন ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে এবং নির্দিষ্ট স্থানে আবর্জনা ফেলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের প্লাস্টিকের বোতলের পরিবর্তে কাচের গ্লাস ও জার ব্যবহারের আহবান জানান। সোমবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) বিকালে কর্ণফুলি উপজেলার আজিমপাড়ার আয়ুব-বিবি স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও ভূমি দাতা ও লায়ন মোঃ হাকিম আলী। সভাপতির বক্তব্যে লায়ন হাকিম আলী বলেন, লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা মানুষকে সচেতন করে। খেলাধুলা শিক্ষার্থীদের মনকে উৎফুল্ল করে। যার ফলে বৃদ্ধি পায় শিক্ষার হারও। তাই সুস্থভাবে জীবন-যাপন করতে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলাও চালিয়ে যেতে হবে। আয়ুব-বিবি স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমানের স্বাগত বক্তব্যে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন,

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা, কর্ণফুলি উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এসএম মামুন মিয়া, সদস্য সচিব হাজী মোহাম্মদ ওসমান, কর্ণফুলি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ শরীফ, টিভি ক্যামেরা জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন (টিসিজেএ), চট্টগ্রামের সভাপতি শফিক আহমেদ সাজীব, ডায়মন্ড সিমেন্টের পরিচালক আব্দুল্লাহ আল ফরহাদ। এতে উপস্থিত ছিলেন, চরপাথরঘাটা বিএনপির আহ্বায়ক শেখ আহমদ, চরপাথরঘাটা জামাতে ইসলামির সভাপতি মোহাম্মদ মুছা মেম্বার সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। শেষে মেয়র পিঠা উৎসব, উদ্ভাবনী মেলা, বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

পশ্চিম বাকলিয়া ওয়ার্ডে বিএনপির ৩১ দফা শীর্ষক কর্মশালায় ডা. শাহাদাত হোসেন
বিএনপিতে ভিড়ে যারা অপকর্ম করছে তাদের ত্যাগ করুন ।

বিএনপি নেতাকর্মীদের উদ্দেশে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, অন্য দল থেকে এসে এখন বিএনপিতে যারা অপকর্ম করছে তাদের ত্যাগ করুন। তাদেরকে তো আমাদের দরকার নেই। আমরা এদের ছাড়া সবকিছু পারি এবং পেরেছিও। গত ১৬ বছর তো করেছি, তখন তো ছিল না। তাই তাদের বাদ দিয়ে আমাদের গড়তে হবে। তিনি সোমবার সন্ধ্যায় নগরীর বাকলিয়া এক্সেস রোডস্থ ফাইভ স্টার কনভেনশন হলে ১৭ নং পশ্চিম বাকলিয়া ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে বিএনপির "রাষ্ট্রকাঠামো মেরামত" কর্মসূচির অংশ হিসেবে ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মশালা ও প্রতিনিধি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। পশ্চিম বাকলিয়া ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ সেকান্দরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাজী মো. এমরান উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব নাজিমুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির প্রতিষ্টাকালিন সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক হারুন জামান, শওকত আজম খাজা। চসিক মেয়র বলেন, ১৭ নম্বর পশ্চিম বাকলিয়া ওয়ার্ড আমার নিজের এলাকা। এটি একটি বিএনপির উর্বর ওয়ার্ড। মঞ্জুরুল আলম মঞ্জু যখন ২০১০ সালে মেয়র নির্বাচন করেন তখন ১৭, ১৮ এবং ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের সমন্বয়কারী ছিলাম। সেই ওয়ার্ডগুলো মঞ্জু সাহেবকে লিড দিয়েছে ২০ হাজার ভোট। এ তিন ওয়ার্ডে ভোট আছে ১ লাখের অধিক। তাই এ তিন ওয়ার্ডে যদি লিড নেওয়া যায় তাহলে অন্য ওয়ার্ডে হারলেও সমস্যা নেই। সংসদীয় আসনে এভাবেই আব্দুল্লাহ আল নোমান ভাই এখানে জিতেছেন। শাহাদাত হোসেন বলেন, ইতোমধ্যে একজন বিদেশি রাষ্ট্রদূত চসিকে আমার সাথে দেখা করেছিলেন। কখনো উপহার আনেননি। কিন্তু এবার বিশাল এক উপঢৌকন (উপহার) নিয়ে এসেছেন এবং আমাকে বলেছেন আপনারা সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন, অগ্রিম অভিনন্দন। তাদের কাছে এ মেসেজ চলে গেছে। তাই আপনাদের এখন কাজ হচ্ছে, যারা অন্য দল থেকে এখন আমাদের দলে ভিড়ে যে অপকর্ম করছে তাদের ত্যাগ করা। তাদেরকে তো আমাদের দরকার নেই। আমরা এদের ছাড়া সবকিছু পারি এবং পেরেছিও। গত ১৬ বছর তো করেছি, তখন তো ছিল না। তাই তাদের বাদ দিয়ে আমাদের গড়তে হবে। তিনি বলেন, যারা আমাদের সাপোর্ট করতেন কিন্তু সামনে আসতে ভয় পেতেন, তারা তো আমাদের সঙ্গে আছেন। তারা হয়তো মাঠে ময়দানে ছিলেন না, কিন্তু আন্তরিকভাবে, সার্বিকভাবে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। তারা হয়তো রাজপথে মিছিল করতে পারেননি, কিন্তু সাহস যুগিয়েছেন। তারা যেহেতু আমাদের সঙ্গে আছেন তারাই আমাদের সম্পদ। তারাই কিন্তু আমাদের ভোট দিবে। তিনি আরো বলেন, বিএনপির ভোটাররা কিন্তু আওয়ামী লীগের ভোটারদের মতো মিছিল মিটিংয়ে সর্বাত্মক অংশ নেয় এ রকম না। বিএনপির মিছিল করবে এক গ্রুপ, আর অন্যদিকে ভোটাররা নীরবে ভোট দিবেন। এটা আপনারা সবাই জানেন। তাই আপনারা ওই লক্ষ্যে কাজ করেন। শাহাদাত হোসেন বলেন, রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতে দেশনায়ক তারেক রহমানের ৩১ দফা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এ দফা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান থেকেই শুরু হয়েছে। তিনি ১৯ দফা কর্মসূচি দিয়েছিলেন এবং এটা নিয়ে বিশাল পরিকল্পনা উপহার দিয়েছিলেন। পরে বেগম খালেদা জিয়া এবং এখন তারেক রহমান রাষ্টযন্ত্র মেরামতের জন্য ৩১ দফা উপহার দিয়েছেন। এরমধ্যে কিন্তু সমাজ সংস্কার, নগর সংস্কার, ওয়ার্ড সংস্কার, থানা সংস্কার, জাতি সংস্কার এবং রাষ্ট্র সংস্কারসহ সব ধরনের সংস্কার রয়েছে। প্রধান বক্তার বক্তব্যে নাজিমুর রহমান বলেন, দেশের জনগণ দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত। জনগণ এখন গণতন্ত্র, সুশাসন ও মৌলিক অধিকার ফিরে পেতে চায়। তাই জাতীয় নির্বাচনই হবে জনগণের প্রতিনিধি নির্ধারণের একমাত্র পথ। বিএনপি ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। তাই সংগঠনকে শক্তিশালী করে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে। এতে বক্তব্য রাখেন মহানগর বিএনপির সদস্য মো. মহসিন, মহানগর বিএনপি নেতা ওমর ফারুক, আমিন মাহমুদ, ইব্রাহিম বাচ্চু, অধ্যক্ষ খোরশেদ আলম, ইসমাইল বাবুল, বিএনপি নেতা শেখ আলাউদ্দিন, আব্দুল কাদের, ফরিদুল হক লিটন, সাবেক কাউন্সিলর আরিফুল ইসলাম ডিউক, মহিউদ্দিন মিজান, খোরশেদ আলম, মোহাম্মদ ফারুক, ফোরকান চৌধুরী, এস এম পারভেজ প্রমূখ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮